পাঠক্রমের প্রয়োগ
(Implementation of Curriculum)

কোনো পাঠক্রম যে উদ্দেশ্যে এবং যে পদ্ধতিতেই নির্মিত হোক, তার চরম সার্থকতা ঘটে শ্রেণিকক্ষে পঠনপাঠনের মাধ্যমে পাঠক্রমটির প্রয়োগ ঘটলে। পাঠক্রম প্রয়োগ করার অর্থ, তার প্রাণ সঞ্চার করা। যা নির্মাণ ও বিচার বিশ্লেষণ পর্যায়ে ছিল একটি লিখিত দলিলমাত্র, শ্রেণিকক্ষে তাকে কার্যকর করার সঙ্গে সঙ্গে সেটি সজীব, সচল এবং অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু পাঠক্রম কার্যকরভাবে প্রয়োগ করার প্রক্রিয়া তার নির্মাণের মতোই জটিল এবং কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া।

পাঠক্রম প্রয়োগ বা কার্যকর করার অর্থ
(Meaning of Curriculum Implementation)

পাঠক্রমের প্রয়োগ কথাটির একটি অর্থ, বর্তমান অবস্থার সঙ্গে পাঠক্রম নির্দেশিত অবস্থার প্রভেদ যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনা (...reduction of the differences between existing practices suggested by innovators or change agents)। অর্থাৎ নতুন পাঠক্রম রচয়িতারা যে পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে পাঠক্রম তৈরি করেছেন তার সঙ্গে বর্তমান পাঠক্রমের উদ্দেশ্যের যে পার্থক্য বা দূরত্ব তা যথাসম্ভব কমিয়ে আনাই হল প্রধান কাজ। অন্যভাবে দেখতে গেলে পাঠক্রম কার্যকর করা প্রকৃতপক্ষে যাঁরা পাঠক্রম রচনা করেছেন, এবং যাঁরা পাঠক্রমটি উদ্দিষ্ট শিক্ষার্থীর মধ্যে উন্মোচিত করবেন, তাঁদের মধ্যে সার্থক মিথষ্ক্রিয়া (Implementation is an interaction between those who have created the programme and those who are required to deliver it to the learners)।

Omstein Humkins (1998) মনে করেন পাঠক্রম প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজন।

- বর্তমান কার্যসূচি থেকে শিক্ষকদের নতুন কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের অংশীদার হওয়া। অর্থাৎ যে কার্যক্রমের সঙ্গে তারা পরিচিত তা থেকে অপরিচিত কার্যক্রমের অভিমুখে পা বাড়ানো।

Scanned with CamScanner

- পাঠক্রম প্রয়োগ করাকে একধরনের পেশাগত উন্নয়ন হিসাবে বিচার করা। এতদিন পর্যন্ত যে ধরনের দক্ষতা তাঁকে সাফল্য দিয়েছে, তার সঙ্গে নতুন পাঠক্রমের উপযোগী দক্ষতাগুলি আয়ত্ত করার মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাদারী দক্ষতার ক্রমোন্নতি হতে পারে।

- পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে নতুন পাঠক্রমের মধ্যে যে সমস্ত অস্পষ্টতা ও অজ্ঞাত বিষয় আছে তাকে পরিষ্কারভাবে বুঝে নেওয়ার প্রক্রিয়া, পাঠক্রম প্রয়োগের অন্যতম বিষয়।

- পাঠক্রম প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষক ও অন্যান্যদের নতুনকে গ্রহণ করার জন্য যে প্রাথমিক উদ্বেগ থাকে তার নিরসন করার বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

- পাঠক্রম প্রয়োগের সঙ্গে যুক্ত আছে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও নেতৃত্বের প্রশ্নটিও।

অন্যদিকে পাঠক্রম কার্যকর করার প্রক্রিয়া, যা পাঠক্রম রচনা ও পাঠক্রম মূল্যায়নের একটি মধ্যবর্তী পর্যায়, যে সমস্ত প্রাথমিক শর্তাধীন সে সম্বন্ধে Fullan ও Pomfret (1977) নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ের কথা বলেছিলেন।

- **সময় (Time)**—পাঠক্রম প্রয়োগ করার জন্য চাই সময়। নতুন পাঠক্রমভিত্তিক পাঠক্রম শুরু করার জন্য যে ধরনের প্রস্তুতি দরকার তা কিছুটা হলেও সময় সাপেক্ষ। এই সময়কাল কতটা হবে তা নির্ভর করে নতুন পাঠক্রমের সঙ্গে পুরোনো পাঠক্রমে পার্থক্যের উপর। আবার সম্পূর্ণ নতুন বিষয়ের পঠন পাঠনের জন্যও অনেকটা প্রস্তুতি দরকার হয়।

- **ব্যক্তিগত সংযোগ (Personal interaction)**—যেহেতু পাঠক্রম কার্যকর করার প্রক্রিয়াতে একাধিক পক্ষ যুক্ত সেহেতু পারস্পরিক সংযোগ, ভাব ও মত বিনিময়, একক ও দলগত প্রস্তুতি প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি ইত্যাদি নানা দিকের ব্যক্তিগত সংযোগ পাঠক্রম কার্যকর করা আবশ্যিক শর্ত।

- **চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ (In service training)**—নতুন পাঠক্রমের জন্য দ্রুত শিক্ষকদের মানসিক ও দক্ষতার দিক থেকে প্রস্তুত করে তোলার একমাত্র উপায় পাঠক্রমটি চালু করার পূর্বেই তাদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। সমস্ত পেশাতেই কাজে নিয়োজিত থাকাকালীন প্রশিক্ষণ পেশাগত উন্নয়নের একটি আবশ্যিক শর্ত। শিক্ষকতাও তার ব্যতিক্রম নয়।

Scanned with CamScanner

• **অন্যান্য জনভিত্তিক সমর্থন (Other people based support)**—পাঠক্রমটি সার্থকভাবে কার্যকর করার জন্য যে সমস্ত ব্যক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা কিছুমাত্র আছে, তাদের সক্রিয় সাহায্য ও সমর্থন পাঠক্রমটিকে বাধামুক্তভাবে সফল হতে সাহায্য করে। যেমন, গণমাধ্যম সরাসরি পাঠক্রম সম্পর্কিত বিষয়ের সঙ্গে কোনোভাবে যুক্ত নয়, কিন্তু তারা কোনো নতুন পাঠ্য সম্পর্কে প্রচারের মাধ্যমে ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক জনমত তৈরি করতে পারে। এরকম আরও উদাহরণ দুর্লভ নয়।

পাঠক্রম প্রয়োগের মডেল
(Models of Curriculum Implementation)

লেউইনের পরিবর্তনমূলক মডেল (Lewins Change Model)

নতুন পাঠক্রম কার্যকর করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি হল পরিবর্তনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি যা আছে তার পরিবর্তন করে নতুন কার্যক্রমের প্রচলন।

যে কোনো পরিবর্তনের বেলায় তিনধরনের শক্তি কাজ করে যথা, সঞ্চালক শক্তি, বিরোধী শক্তি এবং ভারসাম্যের প্রক্রিয়া। পাঠক্রমের ক্ষেত্রেও এই শক্তিগুলির ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ, পাঠক্রম কার্যকর করার অর্থ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন।

• **সঞ্চালক শক্তি (Driving forces)**

একটি নতুন পাঠক্রম তৈরি করা এবং পুরোনো পাঠক্রমের বদলে নতুনটি চালু করার পিছনে কয়েকটি সঞ্চালক শক্তি কাজ করে।

(ক) **সরকারির হস্তক্ষেপ (Govt. intervention)**—সরকারের শিক্ষানীতি এবং তদনুযায়ী সরকার কর্তৃক নিয়োজিত বিভিন্ন বিধিবদ্ধ সংস্থা, যারা সরকারের শিক্ষানীতিকে বাস্তবায়িত করার জন্য দায়িত্বভার পেয়েছে, তারা পাঠক্রমের পরিবর্তন করে তাকে কার্যকর করার জন্য নির্দেশ দিলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি নির্দেশ পালন করতে বাধ্য থাকে। সরকার সরাসরি পাঠক্রম রচনা না করলেও পরিবর্তন করার নির্দেশ দিতে পারে। তখন পাঠক্রম পরিবর্তন করে তা কার্যকর করার উদ্যোগ নিয়ে থাকে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষা সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলি। NCTE, AICTE, RCI, ইত্যাদি এরকম সরকার নিয়োজিত বিধিবদ্ধ সংস্থা এর উদাহরণ। আবার শিক্ষাপর্ষৎগুলি যখন পাঠক্রম পরিবর্তন করার উদ্যোগ নেয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তা দ্রুত কার্যকর করার চেষ্টা বাধ্যতামূলক।

Scanned with CamScanner

(খ) সামাজিক মূল্য (Societal value)—সমাজ ও সমাজে জনমত যে বিষয়গুলিকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং যখন তার ভিত্তিতে পাঠক্রম পরিবর্তন করা হয় তখন, তা কার্যকর করা হয় সমাজের চাপে। যেমন, উচ্চমাধ্যমিক পাঠক্রমের সঙ্গে Joint Entrance Examination বা অন্যান্য সর্বভারতীয় পরীক্ষার পাঠক্রমের সামঞ্জস্য রক্ষা করার সামাজিক দাবির ভিত্তিতে উচ্চমাধ্যমিক পাঠক্রমের পরিবর্তন ও তার প্রয়োগ একটি উপযুক্ত উদাহরণ। এরকম দাবি আরও অন্যান্য স্তরের পাঠক্রমের ক্ষেত্রেও বিরল নয়।

(গ) প্রযুক্তিগত জ্ঞানের বিকাশ (Development of technological Knowledge)—প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অগ্রগতির ভিত্তিতে পাঠক্রম পরিবর্তিত হলে তা দ্রুত কার্যকর হয়। কারণ প্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞানের ও শিখন প্রক্রিয়ার সামাজিক ও আন্তর্জাতিক মূল্য অনেক বেশি। প্রযুক্তির হাত ধরে e-পাঠক্রম, অসদ পাঠক্রম (Virtual curriculum) ও শিখন প্রক্রিয়ার কথা এখন সকলেই জানেন।

(ঘ) জ্ঞানের বিস্ফোরণ (Knowledge explosion)—বর্তমান পৃথিবীতে প্রতিটি বিষয়ের গবেষণা ও নতুন উদ্ভাবন প্রক্রিয়া এতই ব্যাপক যে দ্রুত জ্ঞানের সম্প্রসারণ ঘটে চলেছে। এর ফলে কোনো পাঠক্রমই বেশিদিন আধুনিক থাকে না। কিছুকাল পরেই তা পুরোনো ও পরিত্যাজ্য জ্ঞানের আকর হয়ে ওঠে। যখন পাঠক্রম সর্বাধুনিক জ্ঞানচর্চার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তখন পাঠক্রম পরিবর্তন করা ও তাকে কার্যকর করার প্রক্রিয়া স্বাভাবিক গতিতে দ্রুত হয়—বাধাগুলি বড় হয়ে দেখা দেয় না।

(ঙ) প্রশাসনিক প্রক্রিয়া (Administration)—অতি তৎপর এবং দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা পাঠক্রম কার্যকর করার বাধাগুলি সহজেই দূর করতে পারে। বিপরীতক্রমে শ্লথ ও অকর্মণ্য প্রশাসন নতুন কিছুর প্রচলন করার ক্ষেত্রে প্রবল বাধাস্বরূপ।

- **বিরোধী শক্তি (Inhibitory forces)**

একদিকে যেমন অনুকূল শক্তিগুলি বাধা দূর করে পাঠক্রম কার্যকর করার কাজ ত্বরান্বিত করে, তেমনি প্রতিকূল শক্তিগুলি কার্যক্রমটি চালু করার ক্ষেত্রে নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করে।

Scanned with CamScanner

(ক) **অজ্ঞাতের ভয় (Fear of unknown)**—অভ্যস্ত ও পরিচিত বিষয়, কার্যক্রম থেকে হঠাৎ করে নতুন বিষয় ও পদ্ধতির দিকে যেতে একধরনের ভয় অনেকের মধ্যে কাজ করে। এই ভয়, প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞাত বিষয়ের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক ভীরুতা। এই কারণে পাঠক্রম কার্যকর করায় বিলম্ব হয়। শিক্ষক এবং অন্যান্য পক্ষ নানা প্রশ্ন তুলে পাঠক্রম কার্যকর করায় বিলম্ব ঘটাতে সচেষ্ট হয়।

(খ) **ক্ষমতা হারানোর ভয় (Threats to power)**—একটি বিষয় একভাবে দীর্ঘকাল পড়াতে থাকলে শিক্ষকের মধ্যে একধরনের ক্ষমতাবোধ জন্মায় যা নিজের আত্মবিশ্বাস, শিক্ষার্থীদের উপর আধিপত্য এবং কর্তৃত্ববোধের সৃষ্টি করে। আকস্মিকভাবে নতুনভাবে নিজেকে তৈরি করার প্রয়োজন দেখা দিলে অনেক শিক্ষকই বিপন্নবোধ করেন। এই একটি মাত্র কারণে পাঠক্রমের পরিবর্তন ও পরিবর্তিত পাঠক্রম কার্যকর করায় প্রবল বাধা সৃষ্টি হয়—যে বাধা ব্যাপক হারে হলে পাঠক্রম কার্যকর করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

(গ) **গতানুগতিক মূল্যবোধ (Traditional values)**—গতানুগতিক মূল্যবোধ বলতে প্রকৃতপক্ষে বোঝানো হয়েছে ঐতিহ্যের প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধাশীলতাকে। অনেক মানুষ আছেন যাঁরা ঐতিহ্যকে অপরিবর্তনীয় বলে মনে করেন। শিক্ষক, অভিভাবক, ও সমাজের মধ্যে যাঁরা ঐতিহ্যের অপরিবর্তনীয়তায় বিশ্বাসী তাঁরা পাঠক্রমের ক্ষেত্রেও পরিবর্তনকে সহজে মেনে নিতে পারেন না। যেমন, ব্যাকরণভিত্তিক ভাষা শিক্ষায় বিশ্বাসী ব্যক্তির সংখ্যা আমাদের দেশে প্রচুর। সেজন্য আচরণ, ব্যবহার ও কথোপকথনভিত্তিক ভাষাশিক্ষার পাঠক্রম তাঁরা সহজে মেনে নিতে পারেন না। এই বাধা এতই প্রবল যে কখনও কখনও নতুন পাঠক্রমের কার্যকারিতা সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দিতে পারে।

(ঘ) **সম্পদের সীমাবদ্ধতা (Limited resource)**—নতুন পাঠক্রমের চাহিদা অনুযায়ী তাকে কার্যকর করা জন্য যে পরিমাণ সম্পদ প্রয়োজন তার অভাব সঠিকভাবে পাঠক্রম কার্যকর করার ক্ষেত্রে একটি প্রবল বাধা। অর্থসম্পদ ছাড়াও উপযুক্ত প্রশিক্ষিত মানব সম্পদের অভাবও বাধা সৃষ্টি করে।

(ঙ) **পরিবর্তন বিরোধী মনোভাব (Change resistance)**—এই মনোভাব কোনো কোনো মানুষের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বেরই একটি সংলক্ষণ।

Scanned with CamScanner

পরিবর্তন বিরোধী মনোভাবসম্পন্ন মানুষ কোনোরকম পরিবর্তনকেই সহজে মেনে নিতে পারেন না। শিক্ষক ও শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে পরিবর্তন বিরোধী মনোভাব সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা বেশি হলে নতুন পাঠক্রম সার্থকভাবে কার্যকর করা কঠিন হয়ে পড়ে।

পাঠক্রমের ক্ষেত্রে পরিবর্তন বিরোধী মনোভাবে ইন্ধন যোগায় কয়েকটি বিষয়—

(ক) **না বোঝার দরুন (Due to lack of understanding)**—না জেনে এবং না বুঝে অনেক সময় শিক্ষকরা পরিবর্তন বিরোধী হয়ে ওঠেন। এই সঙ্গে একধরনের অনমনীয় মনোভাব, যা মানুষকে নতুন করে শিখতে এবং জানতে বাধা দেয়, তাদের আরও পরিবর্তন বিরোধী করে তোলে। অতিরিক্ত আত্মম্ভরিতা ও আত্মবিশ্বাসও এর জন্য দায়ী।

(খ) **চাপিয়ে দেওয়ার ভাব (Feeling of imposed)**—পাঠক্রমের যৌক্তিক ভিত্তি, পরিবর্তনের অভিমুখ ও তাৎপর্য না ব্যাখ্যা করে পাঠক্রম কার্যকর করতে চাইলে, অনেক সময় শিক্ষকরা মনে করেন পাঠক্রম আমার নয়, আমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তখন তাঁরা পাঠক্রমের সঙ্গে একাত্ম না হয়ে পরিবর্তন বিরোধী হয়ে ওঠেন।

(গ) **দক্ষতার অভাব (Lack of competence)**—পাঠক্রম সম্পর্কে পরিবর্তন বিরোধী মনোভাব জাগ্রত হওয়ার আর একটি কারণ দক্ষতার অভাব। যখন শিক্ষক দেখেন কোনো পাঠক্রম কার্যকর করার জন্য যে দক্ষতার প্রয়োজন তা তাঁর নেই, অথবা দক্ষতা আয়ত্ত করার ক্ষমতা তাঁর নেই কিংবা আয়ত্ত করতে তিনি অনিচ্ছুক তখন তিনি পরিবর্তন বিরোধী হয়ে ওঠেন। এই জাতীয় পরিবর্তন বিরোধী মনোভাবের দরুন অনেক শিক্ষক হতাশ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। যার ফলে পাঠক্রমের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

(ঘ) **পুরস্কারের অভাব (Lack of incentive)**—অনেকের অভ্যন্তরীণ প্রেষণা (Inntrinsic motivation) দুর্বল থাকায় তাঁরা লাভ লোকসানের বিচার করে তাঁদের লক্ষ্য স্থির করেন। সাধারণত নতুন পাঠক্রম কার্যকর করার জন্য এবং তার প্রস্তুতির জন্য শিক্ষকদের কোনো আলাদা পুরস্কার দেওয়া হয় না। বস্তুত কোনো পেশাতেই দেওয়া হয় না কারণ মনে করা হয় নতুন প্রশিক্ষণ পেশারই একটি অঙ্গ। কিন্তু যাঁরা স্বতঃক্রিয়ভাবে প্রেষণা

Scanned with CamScanner

অনুভব করেন না, তাঁরা যখন দেখেন নতুন পাঠক্রম চালু ও তার দরুণ প্রশিক্ষণের জন্য কোনো বিশেষ পুরস্কার (Incentive) নেই তখন তাঁরা পরিবর্তনবিরোধী মনোভাবসম্পন্ন হয়ে ওঠেন।

(ঙ) **সময়াভাব (Lack of time)**—পরিবর্তন বিরোধী হওয়ার একটি প্রধান অজুহাত যথেষ্ট সময় না থাকা। অর্থাৎ পুরোনো পাঠক্রম ও নতুন পাঠক্রমের মধ্যে যে পার্থক্য, সেই পার্থক্য অনুযায়ী তৈরি হওয়ার জন্য যতটা সময় দেওয়া হয়, অনেকেই মনে করেন তা যথেষ্ট নয়। পাঠক্রম রচয়িতাদের মধ্যে এই বিষয়ে দুই রকম মনোভাব দেখা যায়। একদল মনে করেন, নতুন পাঠক্রম কার্যকর করে পঠনপাঠন শুরু করে দিলে স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষকরা প্রয়োজনের তাগিদে তৈরি হয়ে যাবেন। অন্যদল মনে করেন যথেষ্ট সময় নিয়ে যথাযথ প্রস্তুতির পর নতুন পাঠক্রম কার্যকর করা উচিত। যেহেতু শিক্ষকরা পাঠক্রম কার্যকর করার প্রধান ঋত্বিক সেহেতু তাঁদের মধ্যে দ্বিতীয় মতাবলম্বীর সংখ্যা বেশি এবং সেজন্য সময়াভাব তাঁদের কাছে পাঠক্রম প্রচলন করার অন্তরায় বলে মনে হয়।

- **ভারসাম্য (Equilibrium)**—পাঠক্রম কার্যকর করার পক্ষে সঞ্চালক শক্তি ও বিপক্ষে বিরোধী শক্তি এই দুইয়ের কোনটিই এককভাবে কাজ করে না। অর্থাৎ যে কোনো পাঠক্রম প্রথম প্রচলন করার সময় দুই প্রকার শক্তির দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। সেজন্য যাঁরা পাঠক্রম প্রয়োগ করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত, তাঁদের প্রধান কাজ এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা এবং যতদূর সম্ভব বাধাহীন প্রয়োগের ব্যবস্থা করা। এই জন্য তাঁদের দিক থেকে প্রয়োজন,

(ক) যে সমস্ত ব্যক্তি ও বিষয় পাঠক্রম কার্যকর করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেগুলি চিহ্নিত করা।

(খ) পাঠক্রম প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত আয়োজন চিহ্নিত করা এবং যা কিছুর অভাব আছে সেগুলিকে গুরুত্ব অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে সাজানো।

(গ) সম্ভাব্য বাধাগুলি চিহ্নিত করে সেগুলিকে শক্তি অনুযায়ী ক্রমবিন্যাস করা।

Scanned with CamScanner

(ঘ) প্রতিটি বাধার প্রতিকার সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং পর্যায়ক্রমে সবচেয়ে কঠিন বাধাগুলি দূর করার চেষ্টা করা।

(ঙ) প্রতিটি স্তরে পর্যালোচনা করে প্রয়োজন মতো সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করা।

সঞ্চালক শক্তি ও বিরোধী শক্তির ভারসাম্য যত সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করা সম্ভব হবে, ততই পাঠক্রমের নির্ধারিত উদ্দেশ্য সার্থক ভাবে পূণ করা যাবে।

পাঠক্রম প্রয়োগের প্রভাবক উপাদান
(Factors Affecting Curriculum Implementation)

যে সমস্ত উপাদান পাঠক্রম প্রয়োগ করার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে সেগুলি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত।

- **সম্পদ (Resource)**

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সম্পদের অভাব পাঠক্রম প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিরোধী শক্তিগুলির অন্যতম। কারণ সম্পদের অভাব শিক্ষক ও অন্যান্যদের পরিবর্তন বিরোধী করে তোলে। সম্পদের প্রসঙ্গটি নানাভাবে পাঠক্রম প্রয়োগের সঙ্গে যুক্ত।

(ক) **সম্পদের যথার্থতা (Adequacy of resource)**—অর্থ, আয়োজন (Logistics), ব্যক্তি, দক্ষতা, স্থান, ইত্যাদি যতরকম সম্পদের কথা আমরা চিন্তা করতে পারি তা উপযুক্ত কাজের ক্ষেত্রে, উপযুক্ত পরিমাণে সহজলভ্য না হলে, সম্পদ থাকা না থাকা সমান।

(খ) **সময় (Time)**—সময়কে সম্পদ হিসাবে বিচার করা আধুনিক ব্যবস্থাপনার একটি বিশেষ অবদান। সুতরাং শুধুমাত্র সময়ের অভাব নয়, তার চেয়েও বড় বিষয় সময়ের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার। তার জন্য দরকার সময়ের স্থূল ও অণু পরিকল্পনা (Macro and micro-planning of time)। যাঁরা সময়াভাবকে পাঠক্রম বিরোধী মনোভাবের কারণ হিসাবে তুলে ধরেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সময়ের সদ্ব্যবহার করায় ব্যর্থ অথবা সময়ের সুষ্ঠু পরিকল্পনা করতে ব্যর্থ হয়ে অনুরূপ কথা বলেন।

(গ) **প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক পরিবেশ (Overall environment of the institution)**—সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানর পরিবেশ একরকম নয়। যথেষ্ট উৎসাহী, পারস্পরিক হৃদ্যতাপূর্ণ মনোভাব, সহযোগিতা, ইত্যাদি নানা অনুকূল বিষয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশকে সম্পদে পরিণত করে। অর্থাৎ

Scanned with CamScanner

উপযুক্ত অনুকূল পরিবেশে পাঠক্রম প্রচলন করার কাজ সহজসাধ্য হয়ে ওঠে, বিপরীতক্রমে তা বাধাস্বরূপ হয়ে পড়ে।

(ঘ) **পেশাগত সহায়তা (Professional support)**—বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে, প্রধান শিক্ষক বা অনুরূপ অন্য কোনো ব্যক্তি, প্রশাসনিক স্তরের নীতিগত সিদ্ধান্ত ও আয়োজন, এবং এই ধরনের উৎস থেকে যদি পেশাদারি সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে তবে পাঠক্রম কার্যকর করা সফল হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে এরকম সুযোগ থাকে না। যার ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই কিছুটা অসহায় বোধ করেন এবং বিভ্রান্তির শিকার হন। যেমন, আমাদের দেশে বড়বড় শহরে পেশাদারি সহায়তা যতটা পাওয়া যায়, গ্রামাঞ্চলের শিক্ষকদের অনেকসময় সেরকম সহায়তা পাওয়া দুরাশা। ফলে পাঠক্রম কার্যকর করার প্রক্রিয়াতে কিছুটা হলেও প্রভেদ সৃষ্টি হয়।

(ঙ) **জ্ঞান (Knowledge)**—জ্ঞান সম্পদ হিসাবে সর্বত্র স্বীকৃত কিন্তু পাঠক্রমের চাহিদা মতো তথ্য, জ্ঞান ও দক্ষতা সৃষ্টি করার আয়োজন না থাকলে শিক্ষকদের সকলের পক্ষে নিজের চেষ্টায় তা আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। এদিক থেকে নতুন পাঠক্রম প্রচলন করার সময় পার্থক্য ঘটে যায়।

- **ব্যক্তির ভূমিকা (Role of Individuals)**

পাঠক্রম প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে নানা ব্যক্তি নানারকম ভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। এদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় শিক্ষকদের। পাঠক্রম প্রয়োগ সম্পর্কের শিক্ষকদের সর্বাগ্রগণ্য ভূমিকার কথা এই অধ্যায়ে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। সেজন্য এখানে শুধুমাত্র দুটি বিষয় আলোচনা করাই যথেষ্ট। তার একটি শিক্ষণ পদ্ধতি অপরটি মূল্যায়ন।

(ক) **শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ পদ্ধতি (Pedagogy in the class room)**—শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক যে শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করেন তার উপর নির্ভর করে পাঠক্রম কতটা সার্থকভাবে কার্যকর হবে। পাঠক্রম যে ভাবে, যে উদ্দেশ্যেই তৈরি হোক, শ্রেণিকক্ষ তার শেষ পরীক্ষাগার (Laboratory)। শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে নীচের চিত্রে (চিত্র ৭.১) যেভাবে দেখানো হয়েছে, তার মাধ্যমে বিভিন্ন উপাদানগুলি বোঝার সুবিধা হবে।

Scanned with CamScanner

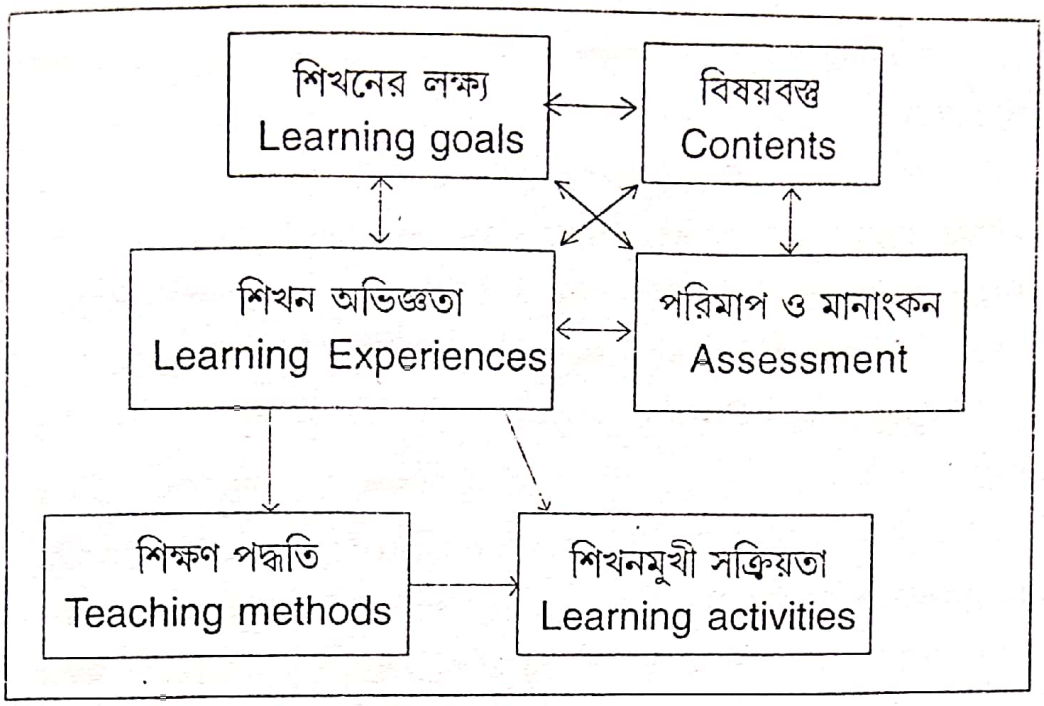

চিত্র ৭.১ শিখন ও শিক্ষণ প্রক্রিয়া

উপরের চিত্রটির জন্য বিশদ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এখানে দেখানো হয়েছে বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে শিখনের লক্ষ্য অনুযায়ী সম্ভাব্য শিখন অভিজ্ঞতাগুলি চিহ্নিত করা হলে, শিক্ষক উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন করতে সক্ষম হন। শিক্ষার্থীরাও শিখনের উপযোগী দৈহিক ও মানসিক সক্রিয়তার মাধ্যমে শিখতে সচেষ্ট হয়। বলাবাহুল্য নির্বাচিত শিখন অভিজ্ঞতার নিরিখে নির্ধারিত হয় মানাংকন প্রক্রিয়া। প্রথম অধ্যায়ে পাঠক্রমের যে সংজ্ঞাগুলি উল্লেখ করা হয়েছে, তার ভিত্তিতে সহজেই ধরে নেওয়া যায় যে শিক্ষার্থীর শিখন অভিজ্ঞতার মধ্যেই পাঠক্রমের অবস্থানটি নিহিত আছে। সুতরাং পাঠক্রম কার্যকর করার জন্য শিক্ষকরা যে সমস্ত শিক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করবেন, এবং শিক্ষার্থীরা যে শিখনমুখী সক্রিয়তার অংশীদার হবে তার ভিত্তি হল পাঠক্রম, বিষয়বস্তু, শিখনের লক্ষ্য এবং নেপথ্যে মানাংকণ প্রক্রিয়া।

(খ) **মূল্যায়ন (Evaluation)**—পূর্ববর্তী অধ্যায়ে শিখনের অন্তিম ফল সম্বন্ধে এ কথা বলা হয়েছে যে পাঠক্রম রচনার একটি পর্যায়ে শিখনের অন্তিম উপজাত ফল কী হবে সে বিষয়ে অগ্রিম চিন্তা করা দরকার হয়। কিন্তু এখানে পাঠক্রমের প্রচলন করার জন্য শিক্ষকদের ভূমিকা প্রসঙ্গে মূল্যায়ন সম্পর্কে একটু ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। পাঠক্রমভিত্তিক পঠনপাঠন

Scanned with CamScanner

শুরু করার পূর্বে প্রতিটি পাঠ্যসূচি এবং তার অন্তর্গত পাঠগুলি বিশ্লেষণ করে না দেখলে, পাঠক্রমের উদ্দেশ্য সফল করা কঠিন। আবার উক্ত বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবে শিক্ষণের লক্ষ্য ও তার সম্ভাব্য মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার বিচার শিক্ষককে দু'রকম ভাবে সাহায্য করে। এক, শিক্ষার্থীর মানাংকন করে শিক্ষার্থীর সঙ্গে পাঠক্রমের মিথষ্ক্রিয়ার স্বরূপ বোঝা যায়, এবং দুই, সামগ্রিক ভাবে পাঠক্রমের মূল্যায়ন প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করা হয়, যা পাঠক্রমের পরিমার্জন ও সংশোধনের জন্য একান্ত আবশ্যক।

- **প্রধান শিক্ষক (Headmaster)**

নতুন পাঠক্রম কার্যকর করার নেতৃত্বভার প্রধান শিক্ষকের উপর ন্যস্ত। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিটি পরিকল্পনা আয়োজন, সম্পদ আহরণ ও তার সদ্ব্যবহার, পেশাগত বিকাশ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের দায়িত্ব প্রধান শিক্ষক পালন করেন। কিন্তু প্রধান শিক্ষকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক পরিবেশ নতুন পাঠক্রমের অনুকূলে নিয়ন্ত্রণ করা। উৎসাহ, আগ্রহ, প্রতিন্যাস সৃষ্টি করে সহযোগিতার মাধ্যমে তিনিই পারেন সমস্ত বিরোধী শক্তিকে যথাসম্ভব কমিয়ে ভারসাম্যের সৃষ্টি করতে।

- **শিক্ষার্থী (Students)**

যদিও শিক্ষার্থীরা প্রধানত গ্রাহক, তবুও নতুন পাঠক্রমের সঙ্গে দ্রুত অভিযোজন করার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা অবহেলার বিষয় নয়। বিশেষত যদি নতুন পাঠক্রমের জন্য তাদের পূর্ব অভ্যাস, ধারণা, কার্যপদ্ধতি ইত্যাদির মধ্যে আমূল পরিবর্তন করতে হয় তবে সক্রিয়ভাবে চেষ্টা না করলে তাদের পক্ষে স্বত:ক্রিয়ভাবে নতুন পাঠক্রমের সঙ্গে অভিযোজন করা সম্ভব নয়। এই বিষয়ে ছোটদের চেয়ে বড়দের বেশি সমস্যা হয়। যেমন, যে ছাত্ররা শিক্ষকের বক্তৃতা শুনতে অভ্যস্ত তাদের যদি এমন পাঠক্রমের সম্মুখীন হতে হয় যার প্রধান শর্ত নানা রকম স্ব-শিখন প্রক্রিয়া অবলম্বন করা তবে তাদের পক্ষে মানসিকভাবে সক্রিয় না হলে নতুন পদ্ধতির সঙ্গে অভিযোজন করা দুরূহ হয়ে ওঠে।

- **অভিভাবক (Parents)**

ছেলেমেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে পিতামাতার ভূমিকা সর্বজনীন হলেও তার মধ্যে অনেকটা রকমফের ঘটে। কখনও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রায় শিক্ষকের ভূমিকা, আবার কখনও উদাসীন আয়োজকের ভূমিকাতে পিতামাতাকে

Scanned with CamScanner

দেখা যায়। এই দুই চূড়ান্ত রূপ ছাড়াও এর অনেক রকমফের দেখতে পাওয়া যায়। অনেক অভিভাবক পুরোনো ধ্যানধারণায় অনুসারী হওয়াতে নতুন পাঠক্রম ও তারজন্য প্রয়োজনীয় সহায়তাদানের ব্যাপারে আগ্রহী হতে পারেন না। এরকম পরিস্থিতি নতুন পাঠক্রম কার্যকর করার বাধা স্বরূপ। এর ফলে শিক্ষার্থীরাও প্রেরণাহীন হয়ে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। অর্থাৎ সহজ কথায় অভিভাবকদের সক্রিয় সহিযোগিতা ছাড়া নতুন পাঠক্রম কার্যকর করা কঠিন।

- **সহায়ক ব্যবস্থা (Support system)**

পাঠক্রম কার্যকর করার জন্য একটি সক্রিয় সহায়ক ব্যবস্থা সর্বস্তরে প্রয়োজন। শিখন ও শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ যা সাধারণভাবে শ্রেণিকক্ষের আয়োজন ছাড়াও বিশেষভাবে একটি নির্দিষ্ট পাঠক্রমের জন্য প্রয়োজন তার অগ্রিম ব্যবস্থা না করে পাঠক্রম প্রচলন করার চেষ্টা করা হলে, তা নানাভাবে প্রতিহত হয়। যেমন, প্রায়ই নতুন পাঠক্রমের জন্য দরকার হয় নতুন পাঠ্যপুস্তক ও সহায়ক পুস্তকের। পাঠ্যপুস্তকের প্রকাশনা সময় সাপেক্ষ এবং প্রায়ই তার জন্য প্রকাশক বা অনুরূপ সংস্থার উপর নির্ভর করতে হয়। আবার নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে বাইরের প্রকাশককে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার দায়িত্ব দিলে, পাঠক্রমের মূল উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে সহায়তার নামে এমনধরনের পুস্তক প্রকাশ করা হয় যা বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের গুরুত্ব লঘু করে দেয়। পরীক্ষাগার, শিক্ষণ সহায়ক প্রযুক্তি ও অন্যান্য আয়োজন যথাসময়ে যথার্থ ভাবে পাওয়ার উপর পাঠক্রম কার্যকর করার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে।

- **পাঠক্রম প্রয়োগের প্রশাসনিক মডেল (Administrative Model of Curriculum Implementation)**

এই শিরোনাম থেকে একথা স্পষ্ট যে পাঠক্রম রচনা ও কার্যকর করার দায়িত্ব যখন সম্পূর্ণরূপে প্রশাসনিক স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তখন সেটাই প্রশাসনিক মডেলের মূল কথা। এই মডেলের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ।

(ক) **উদ্যোগ (Initiation)**—প্রশাসনের সর্বোচ্চস্তরে পাঠক্রম পরিবর্তন করার বা নতুন পাঠক্রম রচনা করার চিন্তা শুরু হয় সাধারণত কোনো শিক্ষা পর্ষৎ, বিশ্ববিদ্যালয় বা আরও উচ্চতর পর্যায়ে। সচিবালয় থেকেও অনুরূপ চিন্তা শুরু হয়। এমন কি কখনও কখনও এককভাবে কোনো ব্যক্তির চিন্তাও

Scanned with CamScanner

(যেমন, শিক্ষামন্ত্রী) পাঠক্রম পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে। এই স্তরে পাঠক্রম কার্যকর করার জন্য কোনো স্বতন্ত্র উদ্যোগ বা নির্দেশ থাকে না।

(খ) দায়িত্বভার (**Assignment**)—প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর পাঠক্রম রচনার জন্য বিশেষ কমিটি গঠন করে তার উপর দায়িত্বভার দেওয়া হয়। অথবা বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থায়ী কমিটি, সংস্থা (যেমন, কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত বিধিবদ্ধ সংস্থা NCERT) অথবা বোর্ড পাঠক্রম রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, সংস্থা বা বোর্ড কমিটি নিয়োগ করে পাঠক্রম রচনা করে এবং পাঠক্রম কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি নির্দেশ তারাই তৈরি করে দেয়। প্রসঙ্গত, উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, পাঠক্রম কার্যকর করার নীতি নির্দেশ তৈরি করার প্রশাসনিক সুবিধা পূর্ণমাত্রায় ভোগ করা যায়। কারণ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বেলায় ওই সমস্ত নির্দেশ কার্যকর করার বাধ্যবাধকতা থাকায়, নীতিগুলির কার্যকর রূপটিই তাদের পর্যালোচনায় স্থান পায়, কোনো বিপরীত প্রতিক্রিয়া জানানোর সুযোগ থাকে না।

(গ) প্রতিষ্ঠান (**Institution**)—প্রশাসনিক নির্দেশ অনুযায়ী পাঠক্রমের প্রকৃত প্রয়োগ স্থল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। পরিবর্তনমূলক মডেলে যে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে তার একটি প্রধান অংশ জুড়ে আছে প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সিদ্ধান্ত, আচরণ ও পরিবর্তিত মনোভাবের কথা।

- পাঠক্রম কার্যকর করার জন্য প্রতিষ্ঠান সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে।
- শিক্ষকরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে উপযুক্ত পাঠ বিভাজন ও পরিকল্পনা তৈরি করেন এবং শিক্ষণ কৌশল নির্বাচন করেন।
- শিক্ষার্থীরা মানসিকভাবে প্রস্তুত হয় এবং পাঠগ্রহণ করে।
- তাদের জন্য নির্ধারিত কৃত্য সম্পাদন করে।

শিক্ষকরা শিক্ষণের লক্ষ্য বিচার করে মূল্যায়ন করেন।

অর্থাৎ বিদ্যালয়, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের যার যা কর্তব্য তা পালন করার মাধ্যমে পাঠক্রমের প্রকৃত প্রয়োগ ঘটে।

(ঘ) প্রতিসংকেত (**Feedback**)—প্রশাসনিক মডেল অনুযায়ী বিপরীত মুখী প্রতিসংকেত সর্বোচ্চস্তর পর্যন্ত পৌঁছানোর প্রক্রিয়া খুব প্রত্যক্ষ না হওয়ার ফলে একটু সময় সাপেক্ষ। কারণ পাঠক্রমটির শিক্ষাবিজ্ঞান সম্মত

Scanned with CamScanner

পরিমার্জনের চেয়েও অন্তিম উপজাত ফলের ভিত্তিতে সর্বসাধারণের প্রতিক্রিয়া নানাভাবে প্রশাসনিক স্তরে পৌঁছানোর পর পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে চিন্তা শুরু হয়।

প্রশাসনিক মডেলের উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনাকে কার্যপ্রবাহ আকারে নীচের চিত্রে (চিত্র ৭.২) দেখানো হল। প্রশাসনিক স্তরে অধিকারিক পর্যায়ে যে অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া চলে তার বিস্তারিত বিবরণ শিক্ষাবিজ্ঞানের দিক থেকে অপ্রয়োজনীয়। কারণ, প্রশাসনিক সংগঠনের অনেক প্রকারভেদ থাকায় তা সর্বত্র একরকম নয়। সেই সঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, প্রশাসনিক মডেলে নতুন পাঠক্রম রচনার উদ্যোগ ও তার প্রয়োগের জন্য একটি একমুখী প্রক্রিয়া কাজ করে, কোনো পাঠক্রম প্রয়োগ করার জন্য কোনো স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত ও গতিপথ নেই।

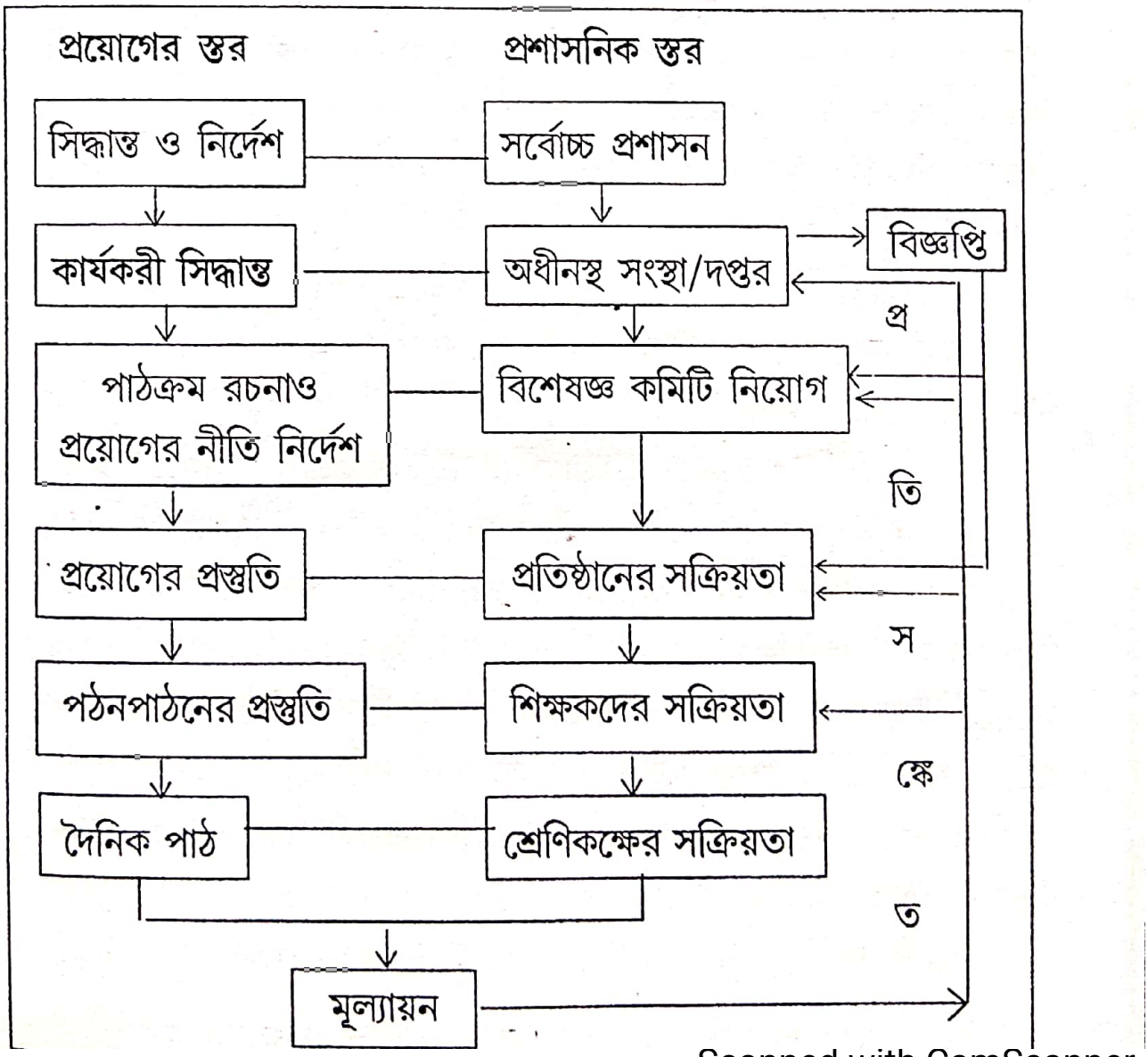

Scanned with CamScanner

প্রশাসনিক মডেলের সুবিধা (Advantages of Administrative Model)—প্রশাসনিক মডেলের কয়েকটি সুবিধা আছে।

- নির্দেশভিত্তিক হওয়ার দরুন দ্রুত পাঠক্রম রচনা ও প্রয়োগ করা সম্ভব হয়।
- ব্যাপকতা অনেক বেশি, কারণ প্রশাসনিক নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল, এমন কি সমগ্র দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
- দেশের বৃহত্তর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
- প্রয়োজনীয় অর্থ ও অন্যান্য সম্পদের অভাব হয় না।
- গুণগতমান ভালো হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ সর্বোচ্চ স্তরের বিশেষজ্ঞরাই সাধারণত কমিটিতে স্থান লাভ করেন।
- সর্বজনীনতা বেশি। ব্যক্তিগত বৈষম্যের দরুন পার্থক্য হয় কম।
- প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায় কারণ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পাঠক্রমটির প্রচলন বাধ্যতামূলক।

এই সমস্ত সুবিধা সত্ত্বেও প্রশাসনিক ভাবে পাঠক্রম প্রয়োগ করার অসুবিধাও দেখা যায়।

অসুবিধা (Disadvantages)

- পাঠক্রমের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য অনেক সময়ই শিক্ষকদের কাছে অস্পষ্ট থেকে যায়। তাঁরা যান্ত্রিকভাবে পাঠক্রম কার্যকর করেন।
- পাঠক্রমের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত অভিযোজন হয় না। অনেকেই মনে করেন চাপিয়ে দেওয়া পাঠক্রম।
- বিশেষজ্ঞ দল অনেক সময়ই প্রকৃত তৃণমূল স্তর সম্বন্ধে ও বাস্তব অবস্থার সঙ্গে পরিচিত থাকেন না। পাঠক্রমটিকে কোনো কাল্পনিক বা বিদেশী আদর্শের অনুকরণে তৈরি করতে গিয়ে তাঁরা শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্যগুলি অগ্রাহ্য করেন। যার ফলে শিক্ষকদের পক্ষে পাঠক্রম প্রয়োগ করা কঠিন হয়ে পড়ে।
- শিক্ষকরা যথেষ্ট প্রস্তুত হওয়ার সময় না পাওয়ায় তাঁরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন।

Scanned with CamScanner

- প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তার ক্ষেত্রে বিলম্ব হতে পারে।
- পাঠক্রমের কোনো ত্রুটি বা সমস্যা থাকলে তার প্রতিসংকেত প্রশাসনিক স্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে দেরি হয় এবং সংশোধন হতেও দেরি হয়।

সবচেয়ে বড় সমস্যা সমস্ত রকম সুবিধা সত্ত্বেও অনেক সময় সর্বোচ্চ প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি পাঠক্রমের সমস্ত তাত্ত্বিক ও নৈতিক যুক্তিকে ছাপিয়ে যায় এবং সর্বক্ষেত্রে তারই প্রতিফলন ঘটে।

তৃণমূল মডেল (Grass-root Model)

পাঠক্রম প্রয়োগের তৃণমূল মডেল প্রশাসনিক মডেলের বিপরীত। অর্থাৎ এক্ষেত্রে পাঠক্রম প্রয়োগের প্রক্রিয়া উপর থেকে নীচের দিকে না হয়ে নিচ থেকে উপরের দিকে সঞ্চালিত হয়। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যে স্তরেই নেওয়া হোক, পাঠক্রম কার্যকর করার প্রক্রিয়া শুরু হয় প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ শিক্ষক, অভিভাক এবং এমন কি সমাজস্থ আগ্রহী মানুষের মতামতের ভিত্তিতে তৃণমূল মডেলের সূত্রপাত চাহিদার মানাংকন থেকে।

- **চাহিদার মানাংকন (Need Assessment)** কোনো পাঠক্রম পরিবর্তন করার জন্য অথবা নতুন পাঠক্রম প্রচলন করার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের চাহিদা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার উদ্যোগ নানা স্তরে নেওয়া হতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদক সংস্থা (যেমন, বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়, ইত্যাদি) এমন কি প্রশাসনিক স্তরেও চাহিদা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে। দেখা হয় (১) চাহিদার ব্যাপকতা, (২) চাহিদার প্রকৃতি, (৩) সম্ভাব্য নিয়োগকর্তাদের কাছে চাহিদা কতটা, (৪) চাহিদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় এবং (৪) চাহিদার স্থায়ীত্ব বা ধারাবাহিকতা, অর্থাৎ নতুন পাঠক্রমের চাহিদা কতটা তাৎক্ষণিক হুজুগ অথবা ধারাবাহিক। চাহিদার প্রকৃতি অনুযায়ী পাঠক্রমের উদ্যোগ নেওয়ার পরবর্তী কাজ পাঠক্রম রচনা।

- **পাঠক্রম রচনা (Curriculum Development)**—পাঠক্রম রচনার যে পদ্ধতি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে সেইমতো পরিকল্পনা বা নক্সা

Scanned with CamScanner

তৈরির পর থেকে সমস্ত ধাপগুলি অতিক্রম করে পাঠক্রমের একটি গ্রহণযোগ্য রূপ দেওয়া হয়।

- **নির্মাণকালীন মূল্যায়ন (Formative Evaluation)**—খসড়া পাঠক্রমটি সম্ভাব্য সমস্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, বিশেষজ্ঞ ইত্যাদির কাছে পাঠিয়ে মতামত সংগ্রহ করা এবং প্রাপ্ত মতামতগুলির মধ্যে যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ ও যুক্তিসঙ্গত তার ভিত্তিতে পাঠক্রমটির পরিমার্জন করে তার একটি প্রাথমিক রূপ চূড়ান্ত করা হয়।

- **প্রয়োগপরিকল্পনা** (Plan of Implementation)—নতুন বা পরিবর্তিত পাঠক্রমটির সর্বোৎকৃষ্ট প্রয়োগ পদ্ধতি অর্থাৎ, শিক্ষণ কৌশল, উদ্দেশ্য, সহায়ক আয়োজন, মাধ্যম প্রভৃতি সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে পরিকল্পনা তৈরি করে পাঠক্রম কার্যকর করার নির্দেশিকা তৈরি করা, এই কাজের পরবর্তী ধাপ। অনেক ক্ষেত্রে দূরশিক্ষা মাধ্যমে যে সমস্ত পাঠক্রম কার্যকর করা হয় সেগুলির বেলায় বাধ্যতামূলকভাবে একটি পুস্তিকা (Mannual) তৈরি করে প্রয়োজনীয় সমস্ত নির্দেশ লিপিবদ্ধ করা হয়। এই নির্দেশিকাই, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, মূল্যায়নকারী (Evaluator) প্রমুখ সকলকে পরিচালিত করে।

- **প্রয়োগ ও মূল্যায়ন (Implementation and Evaluation)**—পরবর্তী কাজ নির্দেশিকা অনুযায়ী শিক্ষণ ও শিখন এবং শিখনের অন্তিম উপজাত ফলের মূল্যায়ন।

জাতীয় পাঠক্রমের কাঠামো (National Curriculum Framework), NCTE কর্তৃক প্রচারিত শিক্ষক শিক্ষণের জন্য পাঠক্রমের কাঠামো, UGC-র আদর্শ পাঠক্রম (Model Curriculum) ইত্যাদি উদ্যোগগুলি বিভিন্ন সময়ে প্রশাসনিক উদ্যোগে তৈরি হলেও, তৃণমূল স্তর থেকে মতামত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সেগুলি ব্যাপকভাবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রচার করা হয়। উদ্দেশ্য মতামতের ভিত্তিতে পাঠক্রমের সংস্কার করা। একদিক থেকে দেখতে গেলে এই প্রয়াসও কিছুটা পরিমাণে তৃণমূল মডেল অনুসরণ করে পাঠক্রম প্রয়োগের অনুরূপ। তবে যে সমস্ত মতামত পাওয়া যায় সেগুলি কতটা গ্রাহ্য হয় সে সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না।

তৃণমূল মডেলের গুণ (Merits of Grass root model)—পাঠক্রম প্রয়োগের তৃণমূল মডেলের প্রধান গুণ চাহিদাভিত্তিক পাঠক্রম

Scanned with CamScanner

হওয়ায় দরুন এর গ্রহণযোগ্যতা সবচেয়ে বেশি। অন্যান্য গুণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

- অংশগ্রহণের ব্যাপকতার দরুন, এই পাঠক্রম ও তার প্রয়োগ ত্রুটিমুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
- পাঠক্রমের সঙ্গে সর্বস্তরের মানসিক সংযোগ বেশি।
- পাঠক্রমে যথার্থতা ও যৌক্তিকভিত্তি সম্পর্কে শিক্ষকরা অবহিত থাকেন।
- পাঠক্রম কার্যকর করার পদ্ধতিগত কৌশল নির্বাচন করা সহজ হয়।

ত্রুটি (Demerits)

- বহু বিপরীত মতামতের ভিত্তিতে বিভ্রান্তি সৃষ্টির সম্ভাবনা।
- বিতর্কের কারণে পাঠক্রম কার্যকর করা সময়সাপেক্ষ।
- সংশ্লিষ্ট সকলের যুক্তির ভিত্তিতে মতামত দেওয়ার চেয়ে আবেগের ভিত্তিতে মতামত দিলে সমস্যার কারণ হতে পারে। কারণ সকলেই পাঠক্রমের নীতিগত বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচিত নাও থাকতে পারেন। একপেশে এবং পক্ষপাতদুষ্ট মতামত সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।
- চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক্রম তার গুরুত্ব হারায়।
- সীমিত সংখ্যক প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীর উপযুক্ত।
- পাঠক্রম প্রয়োগের অন্যান্য মডেলগুলির অভিমুখ দুই দিকে। প্রথমটি বিশেষ বিশেষ বিদ্যার জন্য নির্দিষ্ট মডেল, যেমন, চিকিৎসাবিদ্যার পাঠক্রম (Medical curriculum), ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠক্রম ইত্যাদি। এই মডেলগুলি এখানে অপ্রয়োজনীয়। আর দ্বিতীয় অভিমুখ সরাসরি শ্রেণিকক্ষভিত্তিক, যার মূল কথা পাঠক্রমের মানসান্তর (Transaction of curriculum)। এই কারণে, পাঠক্রমের মানসান্তরের প্রসঙ্গটি একটু বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে।

পাঠক্রমের মানসান্তর
(Transaction of Curriculum)

পাঠক্রমের অন্তিম সার্থকতা শ্রেণিকক্ষে। শিক্ষকের মানসিক প্রতিরূপ থেকে শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মানসিক স্তরে বা প্রজ্ঞার সংগঠনে পাঠক্রম পরিকল্পিত বিষয়ের সঞ্চারণ ঘটে। সেই অর্থে পাঠক্রমের মানসান্তর

Scanned with CamScanner